Chevron

swisscontact

কারিগর

উত্তরণ প্রকল্পের সফল মুখ

উত্তরণ

উন্নত জীবনের লক্ষ্যে

বাণী

বাংলাদেশ ১৬ কোটি মানুষের এক অপার সম্ভাবনাময় দেশ। বিভিন্ন মানব উন্নয়ন সূচকে আমরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছি তা বিশ্বের অনেকের দ্বারাই প্রশংসিত হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ সমূহে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, নগরায়ণ ও শিল্পোন্নয়ন সহযাত্রী। দক্ষ যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে। তাই উন্নত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের কর্মশক্তির উন্নয়ন করা অন্যতম জাতীয় অগ্রাধিকার। আমি শেভরনকে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় সামাজিক অবদানের জন্যও অভিনন্দন জানাই। শেভরন ও সুইসকন্ট্যাক্ট-এর অংশীদারীত্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের Skills for Employment Investment Program এর সহায়তায় বাংলাদেশে দক্ষ কর্মশক্তি গড়ে তুলতে "উত্তরণ" প্রকল্পটি এর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

জনাব নসরুল হামিদ এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জালাল আহমেদ
এক্সিকিউটিভ প্রোজেক্ট ডিরেক্টর (অতিরিক্ত সচিব),
স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ এসময়ের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। শেভরনকে সাধুবাদ জানাই বাংলাদেশ সরকারের ‘স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)’ প্রকল্পের অংশীদারিত্বে উত্তরণের মত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য। পারস্পরিক সহযোগিতা আমাদের করে তোলে আরও সমৃদ্ধ।”

কেভিন লায়ন
প্রেসিডেন্ট
শেভরন বাংলাদেশ

“শেভরন বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানী চাহিদাপূরণে সরকারের সহযাত্রী হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। শেভরন তার কর্ম এলাকা সংশ্লিষ্ট মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতেও অঙ্গীকারাবদ্ধ। শেভরন কর্পোরেট এর পৃষ্ঠপোষকতায় ‘বাংলাদেশ পার্টনারশীপ ইনিশিয়েটিভ’ এর আওতায় কর্মশক্তি উন্নয়নের অন্তর্গত “উত্তরণ” কর্মসূচিটি তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ কর্মসূচি সুইসকন্ট্যাক্ট, বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর সহায়তায় কারিগরি দক্ষতার স্বল্পতাপূরণে সরাসরি কাজ করছে। আমি খুবই আনন্দিত যে, এ কর্মসূচি শুধুমাত্র ১,৪০০ স্থানীয় যুবক-যুবতীদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ এর সুযোগ তৈরীই করবে না বরং তাদেরকে একইসাথে স্বনামধন্য চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগের সুযোগও তৈরী করে দিবে।”

ইসমাইল হোসেন চৌধুরী
পরিচালক-পলিসি, গভর্নমেন্ট এ্যান্ড পাবলিক এফেয়ার্স
শেভরন বাংলাদেশ

"শেভরন বাংলাদেশ সাশ্রয়ী জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ সরকারের সাথে অংশীদার হতে পেরে গর্বিত। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা আমাদের কর্ম এলাকার প্রতিবেশীদেরকেও সহযোগিতা করছি। এ কর্মসূচির সফলতা শুধুমাত্র আমাদের প্রতিবেশীদের গ্রহণযোগ্যতার উপরই নির্ভর করে না, বরং মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহের সাথে আমাদের সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ। 'উত্তরণ' ইতোমধ্যেই যে ইতিবাচক সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে তার জন্য আমি সুইসকন্ট্যাক্ট এর অবদানকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

অনির্বাণ ভৌমিক
কান্ট্রি ডিরেক্টর-বাংলাদেশ
সুইসকন্ট্যাক্ট

"মানুষের জীবন মানের টেকশই উন্নয়নের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাই সুইসকন্ট্যাক্টের লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য প্রকল্পের মত উত্তরণ প্রকল্পটিও বাংলাদেশের যুব সমাজের টেকশই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি ও সরকারি সংস্থা সহ মাঠ পর্যায়ের জনগনের সাথে একযোগে কাজ করে চলেছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তরুণদের জন্য মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উত্তরণ একটি অনুকরণীয় প্রকল্প। সামাজিক উন্নয়নের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধতার জন্য আমরা শেভরনকে সাধুবাদ জানাই। সর্বোপরি সার্বিক সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি রইল আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা।"

মামুনুর রহমান
টিম লিডার, উত্তরণ-উন্নত জীবনের লক্ষ্যে
সুইসকন্ট্যাক্ট

"শেভরনের অর্থায়নে এবং এসইআইপি প্রকল্পের সহযোগিতায়, উত্তরণ প্রকল্প কমিউনিটির সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নে অবদান রাখছে। প্রকল্পটি প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে উদ্ভাবনী পদ্ধতি অবলম্বন করায় ইতিমধ্যে ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করেছে। প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে এই সফলতার অংশীদার। আমি ভবিষ্যতে ও সংশিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।"

সূচিপত্র

শেভরন পরিচিতি ০৭

সুইসকন্ট্যাক্ট পরিচিতি ০৯

মিতালি রানী দাস
মেশিন অপারেটর
হবিগঞ্জ ১৩

জিয়াউল ইসলাম
মেশিন অপারেটর
প্রাণ-আরএফএল
হবিগঞ্জ ১৫

মোঃ শাহনুর মিয়া
ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট
এলএন্ডটি পাওয়ার প্লান্ট
হবিগঞ্জ ১৭

আমিনা বেগম
উত্তরণ প্রশিক্ষণার্থী
সিলেট ১৯

উত্তরণ
পরিচিতি
১১

মোঃ মিয়াঁর মিয়াঁ
ওয়েল্ডিং ও ফেব্রিকেশন
ফিটার
মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক
নারায়ণগঞ্জ
২১

শামসুল ইসলাম
ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদার
হবিগঞ্জ
২৩

ত্বনী রানী দাস
অ্যাসিস্টেন্ট অপারেটর
প্রাণ-আরএফএল
হবিগঞ্জ
২৫

মোঃ সাইফুল ইসলাম
মেশিনিস্ট
ডিজিটাল এনগ্রোভারস
গাজীপুর
২৭

তারেক মনোয়ার চৌধুরী
টাইলস ফিটার
সিলেট
২৯

লোকমান আহমেদ চৌধুরী
ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট
স্কয়ার ডেনিম লি:
হবিগঞ্জ
৩১

শেভরন পরিচিতি

বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদকারী প্রতিষ্ঠান

শেভরন বিশ্বের অগ্রসরমান সমন্বিত জ্বালানি কোম্পানিগুলির মধ্যে অন্যতম যা প্রকৃতভাবে জ্বালানি শিল্পের সকল বিভাগে সম্পৃক্ত রয়েছে। শেভরন তার সাবসিডিয়ারীর মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত বিবিয়ানা, জালালাবাদ এবং মৌলভী বাজার নামক তিনটি গ্যাসফিল্ড -- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ ডিভিশন এবং বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর প্রতিনিধিত্বে বাংলাদেশ সরকারের সাথে উৎপাদনবন্টন চুক্তির মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে। শেভরন বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশের মোট প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের প্রায় ৫৫ ভাগ উৎপাদন করে থাকে। এছাড়া আমরা দেশের আভ্যন্তরীন মোট কনডেন্সেট উৎপাদনের প্রায় ৮৫ ভাগ উৎপাদন করে থাকি।

বাংলাদেশ সরকারের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার জন্যে শেভরন আভ্যন্তরীন সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমাদের সকল কার্যক্রমে সেইফটি ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন থাকে যা আমাদের মূল মূল্যবোধের অংশ। মানবউন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে নির্ভরযোগ্য ও ব্যয়-সাশ্রয়ী গ্যাস উৎপাদনে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে। যে প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করে থাকি তাতে শুধুমাত্র আমাদেরকে ব্যয় সাশ্রয়ী ও নতুন গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র বানিজ্যকরণের সাহায্য করছে না বরং চলমান গ্যাস ক্ষেত্র থেকে অধিক সম্পদ আহরণেও সাহায্য করছে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাদের বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ীক কার্যক্রমের মূল মূল্যবোধের একটি অংশ। ২০০৬ সাল থেকে আমরা বাংলাদেশে বাস্তবায়নরত সামাজিক বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কেন্দ্র করে আমাদের সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচিগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে।

সুইসকন্ট্যাক্ট পরিচিতি

সুইসকন্ট্যাক্ট আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে একটি বেসরকারী স্বায়ত্বশাসিত ফাউন্ডেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এটি বেসরকারী খাত সমূহের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থার অর্থায়নে সুইসকন্ট্যাক্ট বর্তমানে বিশ্বের ৩৭টি দেশে মোট ১০০টিরও বেশী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে সুইসকন্ট্যাক্ট একটি আন্তর্জাতিক এনজিও হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান।

সুইসকন্ট্যাক্ট সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করার মাধ্যমে দেশের আর্থিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরী, তথ্য-প্রাপ্যতা, দক্ষতা-প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ এবং বাজার ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্তিতে সহায়তা করার মাধ্যমে সুইসকন্ট্যাক্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। নিজস্ব ও দাতাসংস্থার অর্থায়নে সুইসকন্ট্যাক্ট মূলত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে:

- **দক্ষতা-উন্নয়ন (স্কীলস্ ডেভ্লপমেন্ট):** শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং আয়বৃদ্ধি করা।

- **উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন (এন্টারপ্রাইজ প্রমোশন):** বাজারের মূল্য-শৃঙ্খল (ভ্যালু-চেইন) ব্যবস্থার টেকসইকরণ, বাজার ব্যবস্থায় অধিকতর অংশগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তাদের অধিকতর উৎপাদনশীল এবং প্রতিযোগী করা।

- **অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থায়ন (ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স):** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাজারে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সেবা (ফাইন্যানসিয়াল প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস) সম্পর্কে জানানো ও এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন ।

- **জলবায়ু সংবেদনশীল অর্থনীতি (ক্লাইমেট-স্মার্ট ইকোনোমি):** প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকরী ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্ন শিল্প-উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

উত্তরণ পরিচিতি

উত্তরণ - উন্নত জীবনের লক্ষ্যে - একটি দক্ষতা-উন্নয়ন মূলক প্রকল্প যার মূল লক্ষ্য হল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় তিনটি জেলার (সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ) বিভিন্ন কমিউনিটির সর্বমোট ১৪০০ জন সদস্যকে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। শেভরন এর আর্থিক সহায়তায় এবং বাংলাদেশ পার্টনারশীপ ইনিশিয়েটিভ (বিপিআই) এর অধীনে তিন বছর মেয়াদী উত্তরণ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করছে সুইসকন্ট্যাক্ট। প্রকল্পটি কমিউনিটির সদস্যদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের মধ্যমে নতুন বা উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সহযোগিতা করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদাসম্পন্ন দক্ষতা অর্জন ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এই সকল কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ তাদের আয়বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সুযোগ পায়।

উত্তরণ প্রকল্পটি দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ ও সুবিধাসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিউনিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে। উত্তরণ প্রকল্পের সহযোগিতায় আগ্রহী কমিউনিটি সদস্যরা দক্ষতা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অন্যান্য সফট স্কিলস্ প্রশিক্ষণ পায়। এই সকল প্রশিক্ষণ কমিউনিটি সদস্যদের জাতীয় ও আঞ্চলিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরী পেতে বা ব্যবসা বানিজ্য শুরু করতে সহায়তা করে। প্রশিক্ষণার্থীদের একটি অংশ বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলাপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এর অর্থায়নে স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) প্রদত্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। উত্তরণ প্রকল্প শ্রম বাজার কেন্দ্রিক স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে নারী ও সংখ্যালঘু (জাতিগত বা ধর্মীয়) সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করে।

“কারিগরঃ উত্তরণ প্রকল্পের সফল মুখ” বইটিতে রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের ছবি এবং গল্প। প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের জীবন রূপান্তরের কথা বলে এই গল্পগুলো। বইটি প্রশিক্ষণার্থীদের জীবনকে একটি ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ করে দিবে বলে আমরা আশাবাদী।

“আমার পরিবার এখন আমাকে নিয়ে **গর্ব করে**”

মিতালি রানী দাস
মেশিন (গার্মেন্টস) অপারেটর
জেআইসি স্যুটস লি:, হবিগঞ্জ

মাধ্যমিক পরীক্ষাতে অকৃতকার্য হওয়ার পর একরাশ হতাশা ও কষ্ট নিয়ে সময় কাটছিল মিতালির। বাবার অনুরোধও তাকে আর পরীক্ষায় বসাতে পারেনি। সে ভাবতো তাকে দিয়ে কিছুই হবেনা এবং অভাবের সংসারে নিজেকে বোঝা মনে হতো। এ অবস্থায় সে উত্তরণ প্রকল্পের মাধ্যমে টিএমএসএস কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গার্মেন্টস মেশিন অপারেশন বিষয়ে দুই মাসের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যাতায়াত খরচের জন্যে পাওয়া বৃত্তি তাকে প্রশিক্ষণটি চালিয়ে যেতে আরো উৎসাহিত করে।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্পের সহায়তায় সে আউশকান্দিতে অবস্থিত জেআইসি স্যুটস লি: ফ্যাক্টরিতে চাকরী পায়।

মিতালি বলেন, “প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা আমার আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। বেশী বেশী আয় করে পরিবারকে সাহায্য করার চেষ্টা করে চলেছি প্রতিনিয়ত। আমার পরিবার এখন আমাকে নিয়ে গর্ব করে। শেভরন ও উত্তরণের প্রতি আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।”

> “আরো আগেই **কারিগরি প্রশিক্ষণ** নিলে বেকারত্বের যন্ত্রণা সইতে হতো না”

জিয়াউল ইসলাম
মেশিন অপারেটর
প্রাণ-আরএফএল, হবিগঞ্জ

আর দশটা শিক্ষিত বেকারের মত করেই চাকরী খুঁজছিলেন জিয়াউল। আটজনের পরিবারের সকলেই আশা করেছিল ডিগ্রি পাশ জিয়াউল সংসারের হাল ধরবে। কিন্তু চাকুরী কোথায়? বারবার আবেদন করেও ব্যর্থ হয়ে হঠাৎ তার চোখে পড়ে শেভরনের সহায়তায় পরিচালিত উত্তরণ প্রকল্পের ব্যানার-বিনা খরচে প্রশিক্ষণের সুযোগ। সিদ্ধান্ত নিতে দেরী না করে চলে আসেন সিলেটের ইউসেপ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। দুইদিনের মোটিভেশনাল ক্লাসে তার স্বপ্নগুলো ডালপালা মেলতে থাকে। প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেন ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড কোর্স। প্রশিক্ষণ শেষে দুইমাসের মধ্যেই পেয়ে যান মাসিক ৮,৩০০ টাকা বেতনের প্রাণ-আরএফএল গ্রুপে মেশিন অপারেটরের চাকরি।

কাজের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জিয়াউল বলেন, “গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় কারিগরি শিক্ষার যে চাহিদা বেশি তা বুঝতে পেরেছিলাম প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেই। ফ্যাক্টরিতে চাকরি পেয়ে যখন প্রথম মেশিনে কাজ করি তখন সবই আমার কাছে পরিচিত ও সহজ। আমার সহকর্মী, যাদের কোন প্রশিক্ষণ নেই, তাদের চেয়ে কোম্পানির কাজ শিখতে আমার অনেক কম সময় লেগেছে। শেভরনের সহায়তায় পরিচালিত উত্তরণ প্রকল্প আমাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে অনেক কম সময়ে, বিনামূল্যে। আরো আগেই কারিগরি প্রশিক্ষণ নিলে বেকারত্বের যন্ত্রণা সইতে হতোনা।”

“চাকরির ক্ষেত্রে **সঠিক প্রশিক্ষণ,** দক্ষতা আর সার্টিফিকেটের এতো গুরুত্ব আগে বুঝতে পারিনি।”

মোঃ শাহনূর মিয়া
ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট
এলএন্ডটি পাওয়ার প্লান্ট, হবিগঞ্জ

শাহনূর ২০১২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর লেখাপড়ায় আর এগুতে পারেননি। আটজনের অভাবী সংসারে বড়ছেলে হিসেবে দায়িত্ব পালন করাটা তার জন্যে জরুরী ছিল। এলাকার একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর সাথে হেলপারের কাজ করে সামান্য যা আয় হতো তাই দিয়ে পরিবারকে সাহায্য করতেন। সব সময় ভাবতেন আয় কিভাবে বাড়ানো যায়।

এমন সময় এক বন্ধুর কাছে জানতে পারেন উত্তরণ প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের কথা। চলে আসেন উত্তরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনী ক্যাম্পে এবং নিবন্ধন করেন তার পছন্দের ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে। টানা চারমাসের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেন হবিগঞ্জের ইনায়েতগঞ্জে অবস্থিত টিএমএমএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ক্লাসে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন শাহনূর এবং খুব অল্পসময়ের মধ্যে চাকরি পেয়ে যান এলএন্ডটি পাওয়ার প্লান্টে। বদলে যায় শাহনূরের রোজনামচা। একটা প্রশিক্ষণ তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, “চাকরির ক্ষেত্রে সঠিক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা আর সার্টিফিকেটের এতো গুরুত্ব আগে বুঝতে পারিনি। এ চাকরি আমাকে এবং আমার পরিবারকে সম্মানিত করেছে।” শাহনূর স্বপ্ন দেখেন পদোন্নতি পাওয়ার। তার মতো আরো অনেককে এ সুযোগ করে দেয়ার জন্যে শেভরন ও উত্তরণের প্রতি তিনি খুবই কৃতজ্ঞ।

“প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে, **নিজের যোগ্যতায়** চাকরি পেতে চাই”

আমিনা বেগম
উত্তরণ প্রশিক্ষণার্থী
তালেপাড়া, খাদিমনগর, সিলেট

মা, দুই বোন আর এক ভাইকে নিয়ে আমিনাদের পরিবার। বাবা মারা গেছেন তিনবছর আগে। বোন দর্জির কাজ করে অসচ্ছল পরিবারের হাল ধরেছেন। আমিনারও খুব ইচ্ছে বড় ভাইবোনদের সহযোগিতা করবেন, ধরবেন সংসারের হাল। সে স্বপ্ন নিয়েই এ বছরের জানুয়ারিতে আমিনা ইউসেপ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ‘উত্তরণ প্রকল্প’-এর আওতায় মেশিনিস্ট (লেদ-মেশিন অপারেশন) বিষয়ে প্রশিক্ষণে ভর্তি হন। তিনি বলেন, “মেয়ে হয়ে অপ্রথাগত একটি প্রশিক্ষণের বিষয় বেছে নিয়েছি বলে পাড়াপড়শিরা অনেকেই কটূক্তি করেন।” কিন্তু তিনি লক্ষ্যে অটল। আমিনা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, “ছেলেদের কাজ কোনটা, মেয়েদের কাজ কোনটা, বুঝিনা। আমার এখন সকল মনোযোগ নিজের প্রশিক্ষণের দিকে। অনেক বড় জায়গায় যেতে হবে আমাকে, পরিবারের খেয়াল রাখতে হবে, সাথে নিজেরও। উত্তরণ প্রকল্প আমাদের যে সুযোগ করে দিয়েছে তা যেকোন মূল্যেই কাজে লাগাতে হবে।”

আমিনা বলেন, “উত্তরণের প্রশিক্ষকরা কাজ শেখানোর ব্যাপারে খুব যত্নশীল।” আমিনা বিশ্বাস করেন যে এই প্রশিক্ষণের পর তিনি নিজ যোগ্যতাতেই চাকরি পাবেন। আমিনা বলেন, “প্রশিক্ষণের প্রথমদিনই আমাদের জানানো হয় যে, সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারলে চাকরি পাওয়াটা অনেক সহজ হবে। সেটা খুব বড় কোনো চাকরি বোধহয় হবে না, কিন্তু সেই ছোট চাকরি থেকেই আমি নিজের মেধা আর যোগ্যতার বলে সমাজে নিজের একটি জায়গা তৈরি করে নিতে চাই।”

“উত্তরণ আমার পরিবারের **দারিদ্র্য দূর** করতে সাহায্য করেছে।”

মোঃ মিয়াঁর মিয়াঁ
ওয়েল্ডিং ও ফেব্রিকেশন ফিটার
মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, নারায়ণগঞ্জ

মোটিভেশনাল ক্লাসে নিজের লক্ষ্য নিয়ে মিয়াঁর বলেছিলেন, “কাজ শিখে, কাজ করে, অনেক বড় হতে চাই, পরিবারের দারিদ্র্য দূর করতে চাই।” মিয়াঁর নিজের কথা রেখেছেন।

বাবার মৃত্যুর পর মা এবং পাঁচ ভাইবোনের সংসারে দারিদ্র্য ও হতাশা দেখে কিছু একটা করার প্রবল ইচ্ছা ছিল মিয়াঁর। মাদ্রাসা শিক্ষায় ফাজিল পাশ মিয়াঁর ২ বছরেও চাকরী যোগাতে পারেননি। স্থানীয় বাজারে মাইকিং-এ শেভরনের সহায়তায় উত্তরণ প্রকল্পের কারিগরি প্রশিক্ষণের কথা জানতে পেরে আগ্রহী হয়ে নাম নিবন্ধন করেন। কারিতাস, শ্রীমঙ্গল ট্রেনিং সেন্টার থেকে ওয়েল্ডিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে চাকরী পেয়ে যান ঢাকার অদূরে সোনারগাঁয়ের মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত ফ্রেশপ্লান্টে, ওয়েল্ডিং ও ফ্রেবিকেশন ফিটার হিসাবে। মাসিক ৮,০০০ টাকা বেতনে শুরু হলেও পেশাগত পদবী ও আয় দুটোই বাড়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। সংসারের আর্থিক টানাপোড়েন অনেকটাই কমেছে। হতাশা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাসী মিয়াঁর বলেন, “কার্যকরী শিক্ষাটা পেতে হলে প্রশিক্ষণে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে হবে। সময়টাকে হেলাফেলা না করে লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে।” তার এ পরিবর্তনে সুযোগ দেয়ার জন্যে শেভরন ও উত্তরণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, “উত্তরণ আমার পরিবারের দারিদ্র্য দূর করতে সাহায্য করেছে।”

FLASH

“আবার নতুন করে
লেখাপড়া
করার স্বপ্ন দেখছি”

শামসুল ইসলাম
ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদার
ইনায়েতগঞ্জ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

অভাবী সংসারে বাবার ক্যান্সার ধরা পড়ার পর শামসুল ও তার পরিবার অসহায় হয়ে পড়েন। চিকিৎসা খরচ ও সংসার চালাতে তার মা অন্যের বাসায় কাজ নেন, আর কলেজ প্রথমবর্ষে পড়ুয়া শামসুল শুরু করেন ইলেকট্রিক্যাল হেল্পারের কাজ।

বাবা মারা যাওয়ার পর পড়াশুনা ছেড়ে সংসারের দায়িত্ব নেন শামসুল। এরই মধ্যে একদিন মাইকে উত্তরণ প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের কথা জানতে পেরে নিবন্ধন করেন ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে। তিন মাসের প্রশিক্ষণ নেন হবিগঞ্জের ইনায়েতগঞ্জে অবস্থিত টিএমএসএস কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ইলেকট্রিক্যাল হেল্পারের কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় প্রশিক্ষণ শেষে শুরু করেন ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদারী ব্যবসা।

হেল্পার শামসুল এখন একজন অভিজ্ঞ ঠিকাদার, যার মাসে গড়ে রোজগার প্রায় ১২,০০০ টাকা। স্বপ্ন দেখেন আরও বড় ঠিকাদার হওয়ার। শামসুল বলেন, “জীবনটাকে নতুন করে দেখতে শিখছি। আবার লেখাপড়া করার স্বপ্ন দেখছি, কলেজে ভর্তির আবেদনও করেছি। লেখাপড়ার পাশাপাশি ঠিকাদারের কাজও করবো। পরিবারকে নিয়ে স্বচ্ছলতায় থাকবো এটাই আমার স্বপ্ন।”

PRAN-RFL GROUP
PRAN-RFL

“আমি এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী”

এসএসসি পাশ তৃন্নী রানী অভাব অনটনের জন্যে লেখাপড়া বেশীদূর করতে পারেন নি। পরিবারের জন্যে কিছু একটা করার আকাঙ্ক্ষায় সব সময়ই তিনি উদগ্রীব থাকতেন। ছোট বোন ইউনিয়ন অফিসে ব্যানার দেখে তাকে জানায় উত্তরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণের সুযোগের কথা। তৃন্নী সিদ্ধান্ত নেন এই সুযোগটা কাজে লাগানোর, কিন্তু দ্বিধায় ছিলেন তার বাবা-মা। উৎসাহ না দিয়ে বলেন, এসব প্রশিক্ষণ শেষে বড় কোন চাকরী হবে না। তৃন্নী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, “ছোট থেকেই মানুষ বড় হয়। আগে ছোটকাজ দিয়েই শুরু করতে চাই।” মেয়ের উৎসাহ দেখে মা-বাবাও আর মানা করেন নি। টিএমএসএস কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিন মাসের ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে তৃন্নী এখন প্রাণ-আরএফএল মেলামাইন বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটর হিসেবে মাসিক ৮,৩০০ টাকা বেতনে কাজ করছেন।

তৃন্নী এখন এক অন্য মানুষ। মোটিভেশনাল কর্মশালায় ভয়ে নিজের নাম বলতে না পারা মেয়েটি সব ভয়কে জয় করেছেন। সাহসের সাথে চাকরি করে যাচ্ছেন। স্বপ্ন দেখেন অনেক বড় হওয়ার। তিনি বলেন, “প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করাটাই ছিল আমার জন্যে সব চেয়ে বড় বাঁধা। আমি সে বাঁধা পেরিয়ে এখন চাকরি করছি। অন্য কোন বাঁধা আসলেও আর হার মানবোনা। আমি এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।”

তৃন্নী রানী দাস
অ্যাসিস্টেন্ট অপারেটর
প্রাণ-আরএফএল, হবিগঞ্জ

> “বেতন পেয়ে বাড়িতে টাকা পাঠানোর অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।”

“সিলেট থেকে অনেকদূরে ঢাকার কাছে গাজীপুরে চাকরী করবো কখনও কল্পনাও করিনি। আমার পেশা আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে।” কথাগুলো বলছিলেন শ্রীমঙ্গলের বাসিন্দা মোঃ সাইফুল ইসলাম।

ছোটবেলা থেকেই সাইফুলের কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহ ছিল। নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনাও করেছেন মৌলভীবাজার সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে লেখাপড়া বেশীদূর এগোতে পারেননি। এদিকে বয়সও থেমে নেই। একদিন স্থানীয় বাজারে মাইকিং শুনে ও উত্তরণ প্রকল্পের একটি লিফলেট পেয়ে কারিগরি শিক্ষার জন্যে তার সারাজীবনের অদম্য ইচ্ছা আবারও জেগে উঠে। উত্তরণের সহায়তায় ভর্তি হয়ে যান শ্রীমঙ্গলস্থ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুলে। অত্যন্ত সফলভাবে চার-মাসব্যাপী মেশিনিস্ট ট্রেডে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ সম্পন্নের সাথে সাথেই ৭,০০০ টাকার মাসিক বেতনে চাকরি পেয়ে যান গাজীপুরস্থ ডিজিটাল এনগ্রোভারস নামক প্রতিষ্ঠানে মেশিনিস্ট হিসেবে। সাইফুল বলেন, “প্রথমবার বেতন পেয়ে বাড়িতে টাকা পাঠানোর অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। শেভরন ও সুইসকন্ট্যাক্ট-এর সহায়তার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না।”

মোঃ সাইফুল ইসলাম
মেশিনিস্ট
ডিজিটাল এনগ্রোভারস, গাজীপুর

“সফল হওয়ার কোন শর্টকাট নেই”

দক্ষ ফুটবলার তারেক মনোয়ার এলাকার পরিচিত মুখ। কিন্তু অভাবী সংসারে তার ফুটবল প্রতিভার চেয়ে অর্থের অনেক বেশী প্রয়োজন। তাই পরিবার থেকে তাকে খেলার চেয়ে উপার্জনের কথাই বেশী বলা হতো। দাখিল পাশ তারেক সেজন্যে কিছু একটা করার উপায় খুঁজতেন।

তারেকের বড়ভাই শেভরনের সহায়তায় কারিগরি প্রশিক্ষণের বিষয়টি জানতে পেয়ে তাকে উত্তরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ক্যাম্পে যাওয়ার পরামর্শ দেন। নির্দিষ্ট দিনে তারেক ক্যাম্পে যান এবং নির্বাচিত হন। কিছু একটা করার স্বপ্ন নিয়ে তার পছন্দের টাইলস ও মার্বেল ওয়ার্কস ট্রেডে তিন মাসের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন সিলেটস্থ বাংলাদেশ টেকনিক্যাল ট্রেনিং ও ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে। প্রবল আগ্রহ ও মনযোগের সাথে হাতে কলমে টাইলসের মাপ-ঝোক, ফিটিং শিখে নেন। পরবর্তীতে এক বন্ধুর সাথে কন্ট্রাক্টে টাইলসের কাজ শুরু করেন। সিলেটের বিভিন্ন বাড়িও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন তারেক। দক্ষ ফুটবলার হওয়ার পাশাপাশি তারেক এখন একজন দক্ষ টাইলস ফিটার। বর্তমানে তার উপার্জনেই চলছে সংসার ও ভাই-বোনদের লেখাপড়া। আগামীতে তারেক একজন সফল ঠিকাদার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

মোঃ তারেক মনোয়ার চৌধুরী
টাইলস ফিটার
হাটখোলা, সিলেট সদর, সিলেট

SQUARE DENNIS

“এ প্রশিক্ষণ আমার সফলতার **প্রথম ধাপ** মাত্র”

লোকমান আহমেদ চৌধুরী
ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট
স্কয়ার ডেনিম লি:, হবিগঞ্জ

একটা সময় ছিল যখন লোকমান নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন, ইচ্ছেমতো কিছু করার সাহস ছিল না। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে সোনার হরিণ চাকরির পিছনে ছুটেছেন তিন বছর। মনে হচ্ছিল তার দ্বারা কিছুই হবে না। এক বন্ধুর কাছে বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগের কথা জেনে তাকে নিয়েই উত্তরণ প্রকল্পের সহায়তায় ভর্তি হয়ে যান ইউসেপ সিলেট কেন্দ্রে। শেভরনের অর্থায়নে পরিচালিত চার মাস মেয়াদী ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ কোর্সটি অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত করে ইলেকট্রিক্যাল হেল্পার হিসেবে মাসিক ৯,৪০০ টাকা বেতনে চাকরি পেয়ে যান স্কয়ার ডেনিমে। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

তিনি বলেন, “এ প্রশিক্ষণই আমাকে চাকরির যোগ্য করে তুলেছে এবং সফলতা এনে দিয়েছে। আমি এখন নিজের প্রতি অনেক আস্থাশীল। আমি বিশ্বাস করি উপরে উঠতে হলে আরও অনেক ধাপ পার করতে হবে। এ প্রশিক্ষণ আমার সফলতার প্রথম ধাপ মাত্র। আশা করছি পদোন্নতির মাধ্যমে আরও উন্নতি করতে পারবো।”